সবকিছু নষ্টদের অধিকারে...

আর কী বাকি থাকলো যখন একজন মাননীয় বিচারক চাকরিতে বহাল থাকা অবস্থায় তার নিজের এলাকা সফর শেষে ঘোষণা দেন যে তিনি আগামী নির্বাচনের প্রার্থী! একটি জাতি দিনে দিনে উন্নতির দিকে ধাবিত হয়, আর আমরা যতই দিন যাচ্ছে ততই অবনতির অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি। আইনশৃঙ্খলা, বিচার প্রক্রিয়া, রাষ্ট্রীয় পবিত্র দায়িত্ব- এসব কোনো কিছুর প্রতিই আমাদের কোনো দায় নেই। সবাই যেন নিজের স্বার্থ আর নগদ নারায়ণ হাসিল হলেই সুখী। এতো কথা বলতে হলো ঢাকা বিভাগীয় স্পেশাল জজ রেজাউল করিম খান ওরফে চুন্নুকে কেন্দ্র করে। তিনি সরকারি পদে বহাল থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন দল বিএনপি'র সভায় অংশগ্রহণ করে আগামী সংসদ নির্বাচনে কিশোরগঞ্জের একটি সংসদীয় এলাকায় একজন প্রার্থী হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন। একটি জাতীয় পত্রিকার সাক্ষাৎকারে আগামী নির্বাচনে একটি দলের প্রার্থী হবার আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন। এমনকি তিনি ক্ষমতাসীন মন্ত্রী ও বিএনপি দলীয় নেতাদের সঙ্গে একত্রে কিশোরগঞ্জ সফর করেছেন। একজন বিচারকের পদে আসীন থাকা সত্ত্বেও তার এসব কর্মকান্ড ১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারি (আচরণ) বিধির সুস্পষ্ট লংঘন। তার এসব আচরণ বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতাকে জনগণের সামনে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতিও তার এসব আচরণে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান বিচারপতি ও আইনমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছে। আশার কথা হলো হাইকোর্ট চুন্নুকে দুই সপ্তাহ বিচারকাজে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। আমরা আশা করবো যারা বিচার বিভাগের মতো স্পর্শকাতর ও পবিত্র স্থানকে বিতর্কিত করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা হবে। যেন জনগণের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়।

তৌফিক সিরাজ
আইন বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মাদক ব্যবসা ও ওসির স্ট্যান্ড রিলিজ

রাজধানীর উপকণ্ঠ কেরানীগঞ্জ এখন মাদক দ্রব্যের প্রধান শহর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়েছে। উপজেলার ১২টি ইউনিয়নে সরকারি দলের প্রকাশ্য মদদে চলছে মাদক ব্যবসা। শতাধিক স্পটে এখন বিশাল বাণিজ্য চলছে। কেরানীগঞ্জের একসময় তালিকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ী ছিল ইউনুস, সিরাজ, সাজ্জাদ, বাদশা। কিছুদিন আগে বাদশা ক্রসফায়ারে মারা গেছে। জেলে রয়েছে ইউনুস সিরাজ, সাজ্জাদ। নতুন করে যারা স্থান দখল করেছে আব্দুল বাতেন, মোঃ হাবিব, মোস্তফা, স্বাধীন, শাহজাহান। সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার বর্ষ-৮, সংখ্যা-৯-এ 'যেমন আছেন কেরানীগঞ্জবাসী' প্রতিবেদনে কেরানীগঞ্জের সন্ত্রাস এবং মাদক ব্যবসার সঙ্গে ওসি মোস্তাফিজুর রহমানের সরাসরি মদদের বিষয়টি উঠে আসে। প্রতিমন্ত্রীর শ্যালক পরিচয় দিয়ে সন্ত্রাসীদের মদদ দিয়ে আসতো। বিষয়গুলো নিয়ে প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমান সাপ্তাহিক ২০০০-এর মুখোমুখি হয়েছিলেন। সর্বশেষ গত ২ ফেব্রুয়ারি যুবলীগ নেতা আনোয়ার মেম্বারকে চেয়ারম্যান কামালউদ্দিন সন্ত্রাসী দিয়ে হত্যা করে। ওসি মোস্তাফিজ নিহত আনোয়ারকে চাঁদাবাজ সাজিয়ে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে দেখে সন্ত্রাসীরা তাকে হত্যা করেছে। পুলিশ সন্ত্রাসীদের দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করে এবং হত্যাকারী কামাল হোসেনের রক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব নেয়। থানায় কেস করতে এলে ওসি কামাল চেয়ারম্যানকে বাদ দিয়ে নিজেই ড্রাফট করে। বিষয়টি পুলিশের উর্ধ্বতন মহলের দৃষ্টিগোচর হলে ওসি মোস্তাফিজকে স্ট্যান্ড রিলিজ করে খুলনা জোনে পাঠিয়ে দেয়। সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন এ ব্যাপারে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে। প্রতিমন্ত্রী ও পুলিশ যোগসাজশ থাকলেও শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে কেউ এগিয়ে আসেনি। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। অভিযুক্ত ওসি মোস্তাফিজের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত।

মিনার মাহমুদ
শুভ্যাড্ডা ইউনিয়ন, কেরানীগঞ্জ

র ক্তা ক্ত প্রা ন্ত র

মনে পড়ে ১৯৭৯/৮০ সালের কথা। তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি হত্যাকান্ড ঘটেছিল। ঘটনার খলনায়ক ছিল মাস্টার্সের এক ছাত্র আর নির্মম শিকার ছিল তারই এক ক্লাসমেট বান্ধবী। ক্যাম্পাসে তাদের দুজনকে সবাই খালাতো ভাইবোন বলেই জানতো। তাদের মধ্যে খুব অন্তরঙ্গ ভাইবোনসুলভ একটি পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু একদিন ছেলেটি মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মেয়েটি রাজি হয় না। কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে ছেলেটা ফন্দি করলো জোর করে তুলে নিয়ে বিয়ে করবে। তুলে নিল ঠিকই কিন্তু বিয়েতে রাজি হয়নি মেয়েটি। বন্ধুরা মিলে তাকে হত্যা করে মাটি চাপা দিয়ে রাখে একটি বাসার সামনের খালি জায়গায়। অনেক তদন্তের পর সবকিছু প্রকাশ হয়েছিল ঠিকই। শাস্তি পেয়েছিল সহযোগী দুষ্কৃতকারীরা। রায় ঘোষণার সময় শুধু উপস্থিত ছিল না প্রধান আসামী। এই ঘটনা সেই সময়ে রাবির ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবকদের মনে দারুণ শোকের সঞ্চার করেছিল। সেই হত্যা আর খুনের অশুভ ছায়া রাবিকে আজও ছাড়েনি। মাত্র বছর খানেক আগে খুন হন অধ্যাপক ইউনুস। এ হত্যার পেছনে কারা সেই সত্য এখনো উদঘাটন করতে পারেনি আমাদের আইন প্রয়োগ যন্ত্র। কী লজ্জা! আর কিছুদিন আগে নৃশংসভাবে খুন হলেন ড. তাহের। নিতান্ত তুচ্ছ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে খুন হলেন তিনি। খুনের দায় স্বীকার করেছে তারই সহযোগী ড. মহিউদ্দিন। সঙ্গে অভিযুক্ত শিবির সভাপতি সালেহী। কিন্তু কোনো এক রহস্য কারণে তাকে গ্রেপ্তারের সাহস দেখাতে পারছে না পুলিশ প্রশাসন। জামায়াতে ইসলামী বা শিবির কী এতোটাই অপ্রতিরোধ্য হয়ে গেছে তারা আইনের উর্ধ্বে উঠে কলকাঠি নাড়ছে। আর সরকারও দুধ কলা খাইয়ে এই সাপ পুষছে। ক্ষণে ক্ষণে বেলা অনেক গড়িয়েছে। জামায়াত-শিবিরের ভয়াল থাবা আজ সারা দেশ জুড়ে বিস্তৃত। এখনই যদি এই বিষফোঁড়াকে নিয়ন্ত্রণে না আনা যায় তাহলে এর জন্য একদিন আমাদের চরম মূল্য দিতে হবে।

শিহাব সরকার, বড়ইতলা, রাজশাহী

খোলামেলা বইমেলা

এবারের বইমেলায় যে পাঁচ শতাধিক স্টল আছে এদের অনেকগুলোই প্রকৃত প্রকাশনা সংস্থা নয়। অর্থাৎ এরা সারাবছর কোনো বই প্রকাশ করে না। মেলায় আসে শুধু ব্যবসা করতে। এদেরকে যদি বাদ দেয়া যেতো তাহলে মেলায় স্টলের সংখ্যা কয়েকটা কমতো। ফলে একটু জায়গা বের হতো, খোলামেলায় জায়গায় হাঁটতে হাঁটতে সুন্দর করে বই দেখা যেতো। কিন্তু এখন সে উপায় নেই। ঘিঞ্জি পরিবেশ, গাদাগাদি বইয়ের গলি। বই সুস্থ, সুন্দর, মার্জিত মন মানস ও

সৃষ্টিশীলতার প্রতীক। তাই বইয়ের জন্য চাই একটু অন্য রকম রুচিশীল পরিবেশ।

তাছাড়া একুশে বইমেলা আমাদের জাতীয় চেতনার প্রকাশিত বাস্তবতার একটি আবশ্যিক অঙ্গ। তাই এই মেলার ভাবমূর্তির বিষয়টিও কর্তৃপক্ষের মাথায় রাখা জরুরি। যেমন মেলায় যেন শিশুরা বেশি বেশি আসে সে ব্যবস্থা থাকা দরকার। শিশুরা মেলায় আসবে, আনন্দে চারদিকে ছুটবে আর বই কিনবে, দেখবে। তবেই না তাদের মধ্যে সুকুমার বৃত্তির বিকাশ হবে। কিন্তু এখন মেলার যে পরিবেশ তাকে ঠিক শিশুবান্ধব পরিবেশ বলা যায় না।

শফিকুর রহমান
মোহাম্মদপুর, ঢাকা

কমলাপুর আইসিডি

বিশ্বরোডের পাশে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন আনুমানিক তিরিশ একর জমির ওপর নির্মিত আইসিডি। প্রতিদিন শত শত কনটেইনার ভর্তি ট্রাক ও লরির লোডিং এবং আনলোডিংয়ের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এর কার্যক্রম। আনলোডিং শেষে ট্রাক লরি পার্ক করার জন্য নেই নির্দিষ্ট কোনো স্থান। তাই এগুলো বিশ্বরোডের দুপাশে আধা কি. মি. জুড়ে রাস্তার ওপরই ফেলে রাখা হয় প্রতিদিন। বিশ্বরোড নাম হলেও রাস্তা খুব একটা প্রশস্ত নয়। তার ওপর এগুলো ফেলে রাখার দরুন আধা কিলোমিটার জুড়ে অর্ধেক রাস্তাই বন্ধ হয়ে থাকে। এ বিশ্বরোড দিয়ে রিকশা থেকে শুরু করে হাজার হাজার বাস, ট্রাক চলাচল করে। পার্কিংয়ের জন্য এ স্থানটুকুতে যানজট লেগেই থাকে। বিশেষ করে অফিসের সময়ই এই জট প্রকট আকার ধারণ করে।
কিছুদিন আগে পত্রিকায় দেখলাম, গাজীপুরে একশ পঁয়ত্রিশ একর জমি বরাদ্দ করছে সরকার। ওখানে আধুনিকায়ন করে এটিকে স্থানান্তর করা হবে। এ উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এমনিতে যানজটের শহর ঢাকায় পা ফেলার জায়গা নেই, তার ওপর আমাদের অনেক অপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত প্রতি ক্ষেত্রেই ভোগান্তির সৃষ্টি করেছে। এই আইসিডি গাজীপুরে স্থানান্তরের পর ঐ জায়গায় হাইরাইজ বিল্ডিং করে মতিঝিল পাড়ার কিছু অফিস ও ব্যাংক এখানে স্থানান্তর করা হলে মতিঝিলের অসহনীয় যানজট থেকেও নগরবাসী মুক্তি পাবে।

সফিউল আজম শিমন
গোপীবাগ, ঢাকা

জীবনের গল্প ছবি

জাতীয়তাবাদী যুবদলের মহাসমাবেশ উপলক্ষে রাজপথ দখল করে নির্মিত তোরণ। সরকার কি নজর দেবে?

১৬ ফেব্রুয়ারি নয়াপল্টন বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে ছবিটি তোলা। ¸i"ZcY এ

ক্যামেরা বা মোবাইল ক্যামেরায় তোলা যেকোনো ব্যতিক্রমী ছবি। সাথে ক্যাপশন, ঘটনার তারিখ, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং আপনার পূর্ণ নাম ঠিকানা লিখুন।

স্ন্যাপ শট : সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০। ই-মেইল: sshot@shaptahik2000.com

ময়লার স্তূপ পরিষ্কার করুন

আমরা মিরপুর ১৩ নম্বর সেকশনের সি ব্লকের ডুইপ এলাকার বাসিন্দা। আমাদের এলাকায় কর্পোরেশনের ড্রেন রয়েছে। যা ময়লা জমে বন্ধ হয়ে গেছে। দুর্গন্ধে টেকা দায়। এছাড়া আলী হোসেন উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে রাস্তার পাশে একটি বড় প্লটে ময়লার স্তূপ রয়েছে। চলাচলের সময় নাকে হাত চাপা দিতে হয়। অথচ সিটি কর্পোরেশন মিরপুর আঞ্চলিক অফিস ৮-এর পরিচ্ছন্ন বিভাগের এ ময়লা সরানোর ব্যাপারে কোনো মাথা ব্যথা নেই। নিয়মিত ট্যাক্স পরিশোধের পরও সেবাটুকু আমরা পাচ্ছি না। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং ময়লার স্তূপ পরিষ্কার করতে আশু উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

হাবিবুর রহমান বাবু
মিরপুর, ঢাকা

পুরুষরা পরিবেশ বান্ধব নয়

এটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত অভিমত। পুরুষরা পরিবেশ বান্ধব নয়। তারা যত্রতত্র ধূমপান করে, মলমূত্র ত্যাগ করে, অযথা হট্টগোল করে বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণসহ নানাভাবে পরিবেশ দূষণ করে। এছাড়াও বেশির ভাগ যানবাহনের চালক পুরুষ। তারা ট্রাফিক আইন মানে না, হাইড্রোলিক হর্ন বাজিয়ে শব্দগ্রহণ করে।
পুরুষশাসিত এই সমাজে আমার এ অভিমতের সঙ্গে হয়তো অনেকেই একমত হবেন না। তর্ক তুলবেন। এন্টিলজিক দেখাবেন। কিন্তু আমার কথা হলো, আমি যে যুক্তিগুলো দেখালাম তা নিশ্চয় মিথ্যা নয়।

জেবুন নেছা
বউবাজার, মালতিনগর, বগুড়া

হায় স্বদেশ! হায় স্বাধীনতা!

মাঝে মাঝে ভাবি আমরা স্বাধীন একটি দেশে বসবাস করছি। আবার মনে হয় যারা আমাদের দেশ চালান, সরকারের সঙ্গে জোট বেঁধে হাতে হাত মিলিয়ে জনসভায় বলে বেড়ান এ দেশ স্বাধীন দেশ। এখানে রাজাকারের ঠাঁই নেই। প্রিয় পাঠক, তখন আপনাদের কাছে কেমন লাগে জানি না, তবে আমার খুব লজ্জাবোধ হয়। কারণ অনেক রাজাকারের আর বীর মুক্তিযোদ্ধারা না খেয়ে মরেন। তাদের বুকের ভেতর একটুও কি অপমান বোধ হয় না। কিন্তু আমাদের হয়। সে অপমানে আমাদের দেশের মানুষ নিভৃতে কাঁদে। প্রিয় মা, প্রিয় দেশ, '৭১-এ লক্ষ প্রাণ দিল তোমাকে পাওয়ার জন্য। তোমাকে পেয়েছি, মুক্ত হাওয়া গ্রহণ করতে পারছি না। পারছি না দেশকে রাজাকার মুক্ত করতে।

তারেক মাহমুদ
শাহরাস্তি, চাঁদপুর

দৃষ্টি আকর্ষণ

সাপ্তাহিক ২০০০ তেল-গ্যাস-কয়লা বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ এবং প্রচারের জন্য **www.energybangladesh.org** নামে একটি ওয়েবসাইট চালু করেছে। নাগরিক কমিশনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।